বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
আইন বিভাগ

পি, এ, বি, এক্স- ৯৫৬০০২১-৫
৯৫৬০০৩১-৫
ফোন ঃ ৯৫৫৩০০১

ঋন আদায় মহাবিভাগ (আইন) পরিপত্র নং-০৩/২০১৯ তারিখঃ ৩০-১২-২০১৯ খ্রিঃ

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক /আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ প্যানেলভূক্ত আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন,বিভিন্ন আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনার নিমিত্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল প্রস্তুত এবং প্যানেলভূক্ত আইনজীবীদের মধ্য হতে চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ ও ফিস পূনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, আইনজীবী নিয়োগ ও ফিস সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে আইন পরিপত্র -০৪/৯৩, তারিখ ১৯-১০-৯৩, আইন পরিপত্র -৫/৯৩, তারিখ ০৪-১২-৯৩ পরিবর্তন পূর্বক আইন পরিপত্র ৪/৯৭ তারিখ ১১-১১-৯৭ প্রণয়ন করা হয় এবং সর্বশেষ ডিএমডি পরিপত্র নং-১৪/২০০২ তারিখ ১১-১১-২০০২এর মাধ্যমে তালিকাভূক্ত আইনজীবীর পাশাপাশি চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে আইন বিভাগের পত্র নং-৪৫৮(১২৫০) তারিখ ১০-১১-২০০৩ এর মাধ্যমে কেস-টু-কেস চুক্তির ভিত্তিতে আইনজীবী নিয়োগ করে মামলা পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে কেস-টু-কেস চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ব্যাংকে কোন প্যানেলভূক্ত আইনজীবী নিয়োগের নীতিমালা প্রচলিত নেই। ব্যাংকের মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি/নিয়মিত তদারকির সুবিধার্থে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

০৩। এমতাবস্থায়, প্রচলিত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন পূর্বক বিভিন্ন আদালতে ব্যাংকের মামলাসমূহ দায়ের ও পরিচালনাসহ ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে আইনগত মতামত গ্রহণের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রণীত এতদসংক্রান্ত একটি নীতিমালা পরিচালনা পর্ষদের ২৮-১১-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৪৮ তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। পর্ষদ সভায় তা অনুমোদিত হওয়ায় প্যানেলভূক্ত আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হলোঃ-

(১) প্যানেলভূক্ত আইনজীবী নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান ও প্রক্রিয়াকরণঃ

(ক) প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা , মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইনজীবীদের প্যানেলভুক্তি ও নবায়নের জন্য ০২(দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করতে হবে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কপি সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা আইনজীবী সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ এবং ঢাকাস্থ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের/ পরিচালনার জন্য তালিকাভূক্তির ক্ষেত্রে আইন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় এবং নিম্ন আদালতে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখাসমূহের) অর্থ ঋণ আদালতসহ সকল প্রকার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও দেউলিয়া বিষয়ক এবং ঢাকার বাহিরে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের/পরিচালনার জন্য প্যানেলভূক্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-ক) আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) নতুন নীতিমালার অধীনে প্যানেলভূক্ত আইনজীবীদের প্যানেলভুক্তি না করা পর্যন্ত পূর্বে নিয়োজিত আইনজীবীগণ স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। বর্তমানে নিয়োজিত আইনজীবীগণও নতুনভাবে প্যানেলভূক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে আইনজীবীদের প্যানেলভূক্তির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয় হতে যাচাই বাছাই করে প্যানেলভুক্তির জন্য যোগ্য সর্বোচ্চ ১০(দশ) জন আইনজীবীর একটি তালিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে (আবেদনের কপিসহ) বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগে প্রেরণ করবে। আইন বিভাগ প্যানেলভুক্তির অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে। ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে আইনজীবীদের প্যানেলভুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।

(ঙ) পুনঃপ্যানেলভুক্তি/নবায়নের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের মামলা নিস্পত্তির বিষয়ে পারফরমেন্স (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল/শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে) বিবেচনা করা হবে ।

(চ) কোন অঞ্চলের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী মৃত্যুবরণ করলে বা অসুস্থতাজনিত/অন্য কোন কারণে মামলা পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা পূর্বে নিয়োগকৃত কোন আইনজীবীর প্যানেলভুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ করা যাবে।

(২) **শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আইনজীবীর পেশাগত অভিজ্ঞতা ঃ**

(ক) প্যানেলভুক্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর আইনে স্নাতক ডিগ্রীসহ আইনজীবী হিসেবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ থাকতে হবে।

(খ) উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয় এবং স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকায় প্যানেলভুক্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ০৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ আইন পেশায় কমপক্ষে ০৮(আট) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) নিম্ন আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, কর্পোরেট শাখাসমূহ এবং মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে প্যানেলভুক্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতে আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য হতে হবে।

(ঘ) আইনে উচ্চতর ডিগ্রিধারী (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি এবং এলএলএম) ও বিদেশী ডিগ্রীধারীদের (ব্যারিষ্টর-এট-ল/পিএইচডি) অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং আইন পেশায় নিয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় ও ব্যাংক কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য ।

(৩) **প্যানেলভুক্তির ক্ষেত্রে আবেদনের অযোগ্যতা ঃ**

কোন ঋণ খেলাপী /ফৌজদারী অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত/নৈতিক স্খলনজনিত কারণে ব্যাংকের প্যানেল হতে বাদ পড়া আইনজীবীগণ আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৪) **আবেদনের সাথে দাখিলযোগ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ**

আগ্রহী প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত ২(দুই) কপি, সাম্প্রতিককালের তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি ২ কপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, এডভোকেট হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট সনদপত্র, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্তি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সমিতির অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সম্বলিত ২ সেট আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। উচ্চ আদালতে প্যানেলভূক্তির জন্য প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগে এবং অন্যান্য এলাকায় প্যানেলভুক্তির জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান/ কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক বরাবরে নির্ধারিত তারিখে অফিস সময়ের মধ্যে আবেদন পৌছাতে হবে।

(৫) **প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের নিয়োগপত্র ইস্যু ঃ**

ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অনুমোদনের পর আইন বিভাগ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এবং ঢাকা মহানগরীর আইনজীবীদের তালিকাভূক্তির বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করবেন। অন্যান্য অঞ্চলের তালিকাভূক্ত আইনজীবীদের তালিকা আইন বিভাগ পত্র মারফত মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে সকল অঞ্চল প্রধান/কর্পোরেট শাখা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়কে অবহিত করবে। অঞ্চল প্রধান/কর্পোরেট শাখা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্যানেলভূক্তিকরণের বিষয়টি অবহিত করবেন।

(৬) **লিখিত সম্মতিপত্র গ্রহণঃ**

প্যানেলভুক্ত আইনজীবীকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফিস মোতাবেক কাজ করতে হবে। অনুমোদিত ফিস নীতিমালার আওতায় সকল শর্তাবলী মেনে নিয়ে মামলা পরিচালনা করতে সম্মত আছেন মর্মে প্যানেলভূক্ত আইনজীবীগণের নিকট হতে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর লিখিত সম্মতিপত্র **(Non Disclosure Agreement)** গ্রহণ করতে হবে।

(৭) **প্যানেলভুক্ত আইনজীবীর সংখ্যা ঃ**

(ক) উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য আইন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সর্বোচ্চ ১৫(পনের) জন (সুপ্রীম কোর্ট) এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনার জন্য ০৫(পাঁচ) জন আইনজীবীর তালিকা থাকবে।

(খ) নিম্ন আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, কর্পোরেট শাখাসমূহ এবং প্রতিটি মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (অনুর্ধ ০৫ জন) আইনজীবীর তালিকা থাকবে। উল্লেখ্য, উচ্চ আদালতে প্যানেলভুক্ত আইনজীবী প্রয়োজনে নিম্ন আদালতের মামলা পরিচালনা করতে পারবেন। এজন্য অন্য কোন প্যানেলভুক্তির প্রয়োজন নেই।

(৮) **প্যানেলভুক্তির মেয়াদকাল ঃ**

আইনজীবীদের প্যানেলভুক্তির মেয়াদকাল হবে ০৩ (তিন) বছর । তবে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে প্যানেলভুক্তি নবায়ন/বাতিল না করা পর্যন্ত পূর্বের প্যানেলভুক্তি বহাল থাকবে। নির্ধারিত মেয়াদকালে যুক্তি সংগত কারণে প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের অব্যাহতির ক্ষমতা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে প্যানেলভুক্তি/নবায়নের ক্ষেত্রে আইনজীবীর পারফরমেন্স (ব্যাংকের পক্ষে/বিপক্ষে মামলা নিস্পত্তির হার,যথাসময়ে আরজি/জবাব দাখিল, হাজিরা নিশ্চিতকরণ, সার্টিফাইড কপি উত্তোলণ ও প্রেরণ, মামলার ফলাফল যথাসময়ে অবহিতকরণ ইত্যাদি) বিবেচনা করা হবে।

(৯) **বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ ও ফিস নির্ধারণ ঃ**

(ক) ব্যাংকের গুরুত্বপুর্ণ ও জটিল মামলা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে ব্যাংকের প্যানেলবর্হিভুত আইনজীবী/সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কেস-টু- কেস ভিত্তিতে চুক্তি ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ ও ফিস নির্ধারণের বিষয়টি অনুমোদন করতে পারবেন।

(খ) মামলায় জড়িত অর্থের পরিমাণ ও মামলার গুরুত্ব ভেদে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীর পাশাপাশি অতিরিক্ত আইনজীবী নিয়োগ করা যাবে এবং নিয়োগকৃত আইনজীবীর ফিস ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অনুমোদন করবেন।

(১০) **পেশাগত ফিস/সম্মানী ঃ**

ব্যাংকে প্যানেলভুক্তির জন্য আইনজীবীগণ কোন সম্মানী/ফিস প্রাপ্য হবেন না। ব্যাংকের পক্ষে মামলা পরিচালনা ও অন্যান্য আইনগত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণ ব্যাংকের অনুমোদিত প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী পেশাগত সম্মানী/ফিস প্রাপ্য হবেন।

(১১) **আইনগত মতামত সংগ্রহঃ**

(ক) শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ে আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

(খ) প্রধান কার্যালয়ের আইনগত মতামতের জন্য আইন উপদেষ্টার নিকট থেকে মতামত গ্রহণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য কার্যালয়/অঞ্চলে প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের নিকট হতে আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের সম্মানী আইনজীবীদের ফিস সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, জটিল কোন বিষয়ে প্যানেল বর্হিভূত সিনিয়র আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১২) **ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ঃ**

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন দরখাস্ত গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। প্যানেলভুক্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত শর্তাবলীর যে কোনটি পুরণ না করলে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির যে কোনটি প্রদান না করলে উহা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

০৪। অত্র পরিপত্র জারীর তারিখ হতে নীতিমালাটি কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

৩০/১২/১৯

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
ঋণ আদায় মহাবিভাগ
(অতিরিক্ত দায়িত্বে)

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে

প্রকা/আইন-১৯৯৪/২০১৯-২০/ ৭৯১ তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক- ১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার,সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকাকে সকল সংযুক্তিসহ মুল পত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। নথি/ মহানথি।

৩০/১২/২০১৯

(মোহাঃ গোলাম মাহবুব)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সংযুক্তি 'ক'

আইনজীবী হিসেবে প্যানেলভূক্তির জন্য আবেদনপত্রের নির্ধারিত ছক

১। নাম ঃ

২। পিতার নাম ঃ

৩। স্থায়ী ঠিকানা ঃ

৪। বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর (ই-মেইলসহ) ঃ

৫। জন্ম তারিখ ও বর্তমান বয়স ঃ
(..... ইং তারিখে)

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষার নাম	পাশের সন	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণী/গ্রেড
১	২	৩	৪

৭। আইনজীবী হিসেবে তালিকাভূক্তির তারিখ
ও আইনজীবী সমিতির নাম ঃ

৮। আইন পেশায় অভিজ্ঞতা (অর্থঋণ আদালত/জেলা জজ কোর্ট/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/
সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ/অন্যান্য আদালতে মোকদ্দমা পরিচালনার
অভিজ্ঞতা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে)। ঃ

৯। আইন পেশায় বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা
(ব্যাংকিং আইন ও কোম্পানী আইনের আওতায়
পরিচালিত প্রতিষ্ঠানওয়ারী মোট কেসের সংখ্যা
এবং বিজয়ী ও বিজিত কেসের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে) ঃ

১০। বর্তমানে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের আইনজীবী হিসেবে
নিয়োজিত আছেন কিনা, থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম এবং
সময়কাল ঃ

১১। আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অথবা সম্পাদকের প্রত্যয়নপত্র ঃ

১২। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমূদয় ঃ
সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি এবং দুই কপি
পাসপোর্ট আকারের ফটো

তারিখ ঃ.....

আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর
(আবেদন কারীর নাম)